তারিখ ... 5 MAY 2017 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২ ...

সমকাল

"চবির হল যেন" অস্ত্রের ডিপো

■ সারোয়ার সুমন ও সৌভাগ্য বড়ুয়া, *চট্টগ্রাম*

দুই বছরে চার শতাধিক রামদা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আবাসিক হলগুলো যেন পরিণত হয়েছে অস্ত্রের ডিপোতে। গত দুই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শুধু রামদাই উদ্ধার করা হয়েছে চার শতাধিক। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মিলেছে এলজি, রিভলবার, পাইপগান, পেট্রোল বোমাসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রও। কিছুদিন পরপর অভিযান চালিয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা অস্ত্র উদ্ধার করলেও আবার প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অস্ত্র ঢুকছে হলে। অথচ নিরাপত্তা বাড়াতেই চবির হলসহ বিভিন্ন পয়েন্টে ৩২টি সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছে প্রশাসন। নির্মাণ করা হচ্ছে সীমানাপ্রাচীরও। তার পরও হলে অস্ত্রের ডিপো তৈরি হওয়ায় উদ্বিগ্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

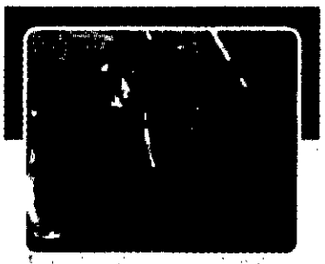

গোয়েন্দাদের ধারণা, হলে অস্ত্র নিতে ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তরা গিটারের ব্যাগ, ক্রিকেটের ব্যাগসহ বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করে। শাটল ট্রেনে অস্ত্র আনার পর এসব ব্যাগে করে তা হলে নিয়ে আসা হয়। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত ছয়টি হলে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ৪০টির মতো রামদা, ৩০টির বেশি লোহার রড ও ৩২ রাউন্ড 'গুলিসদৃশ' বস্তু উদ্ধার করে।

চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর) মশিউদ্দৌলা রেজা সমকালকে বলেন, 'গত দুই বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে প্রায় ছয়বারের মতো অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় আমরা চার শতাধিক রামদা, পাইপগান, এলজি, লোহার রডসহ প্রচুর পরিমাণ দেশি অস্ত্র উদ্ধার করেছি। সম্ভবত পাহাড়ের পথ দিয়েই অস্ত্রগুলো মজুদ করা হয়। অস্ত্রগুলো হলে আনতে ভিন্ন কোনো কৌশলও অবলম্বন করা হয়। এ জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা থাকার পরও শনাক্ত করা যাচ্ছে না সন্দেহভাজনদের।' চবির হলে এত রামদা কারা কোথা থেকে জোগান দেয়, সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পুলিশ বলছে, চবি পাহাড়ঘেরা হওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে অস্ত্রধারীরা। হলের আশপাশে অস্ত্র রেখে পরে সুবিধাজনক কোনো সময়ে তা হলে নিয়ে আসে তারা। এ জন্য কেউ ট্রাভেল ব্যাগ, স্পোর্টস ব্যাগ কিংবা গিটার ব্যাগ ব্যবহার করে :

গত দুই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী, শহীদ আবদুর রব, স্যার এ এফ রহমান, আলাওল, শাহ আমানত ও শাহজালাল হলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে চার শতাধিক রামদা উদ্ধার করেছে। পাওয়া গেছে অর্ধশত পেট্রোল বোমা, পাইপগান, এলজিসহ নানা অবৈধ অস্ত্রও। অনুসন্ধানে দেখা যায়, হল থেকে আটক করা শিক্ষার্থীরা কিছুদিন পরই মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন জামিনে। মূল আসামিদের না ধরে পুলিশ নিরীহ শিক্ষার্থীদের হল থেকে আটক করায় দুর্বল হয়ে পড়ছে মামলা। বেশিরভাগ রামদা পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়ায় পুলিশ শনাক্ত করতে পারছে না মূল অপরাধীকে। সংঘর্ষের সময় যারা রামদা ব্যবহার করে, তাদেরও আনা হচ্ছে না আইনের আওতায়।

শাহজালাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ সমকালকে বলেন, ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

চবির হল যেন

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

'বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। তা না হলে হলে অস্ত্র মজুদ থামবে না। আমাদের হলে কোনো রুমে অস্ত্র থাকার সন্দেহ হলে আমরা পুলিশকে অনুরোধ জানাই তল্লাশি চালানোর। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্রগুলো নিয়ে যায়।'

শাহ আমানত হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল মনছুর বলেন, 'হলে দেশি অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাগুলো আমাদের জন্য খুবই বেদনাদায়ক। ছাত্ররা যাতে হলে অস্ত্র মজুদ করতে না পারে, সে জন্য আমরা নিয়মিত অভিযান চালাই। তবুও তারা অস্ত্র মজুদ করছে। আসলে এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের মানসিকতা পরিবর্তন করাতে হবে। তা না হলে যত নিরাপত্তাই জোরদার করা হোক না কেন, হলে তারা অস্ত্র মজুদ করবেই।'